ইনোভেশন শোকেসিং ২০২২ এ অংশগ্রহণকারী দপ্তরসমূহের তালিকা

* জেলা পরিষদ, সিলেট।
* উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, গোয়াইনঘাট, সিলেট।
* উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, শান্তিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ।
* সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর কার্যালয়, দোয়ারাবাজার, সুনামগঞ্জ।
* জেলা সঞ্চয় অফিস, মৌলভীবাজার।
* জেলা শিক্ষা অফিস, হবিগঞ্জ ও মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারের কার্যালয়, চুনারুঘাট, হবিগঞ্জ।
* উপজেলা প্রাণী সম্পদ ও ভেটেরিনারি হাসপাতাল, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার।
* উপজেলা প্রাণী সম্পদ ও ভেটেরিনারি হাসপাতাল, মৌলভীবাজার সদর, মৌলভীবাজার।
* সিলেট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২, সিলেট।
* উপজেলা সমাজ সেবা অফিস, জৈন্তাপুর, সিলেট।
* উপজেলা পরিষদ, হবিগঞ্জ সদর, হবিগঞ্জ।
* উপজেলা কৃষি অফিস, শান্তিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ।
* উপজেলা কৃষি অফিস, চুনারুঘাট, হবিগঞ্জ।

বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, সিলেট

সিলেট বিভাগীয় ইনোভেশন শোকেসিং ২০২২

ইনোভেশন কী?

ইনোভেশন বলতে কোন পণ্য বা পদ্ধতি বা সেবার উন্নয়ন বা অভিযোজন বা প্রবর্তন বোঝায় যা জনগণের জন্য নতুন সুবিধা বা উপকার তৈরি করে।

উদ্ভাবন বা 'ইনোভেশন'-এর ধারণাটি মূলত: বেসরকারি খাত থেকে এসেছে। জনপ্রশাসন অথবা নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন ধারণাটি বিশ্বব্যাপী ব্যাপকভাবে আলোচিত। বাংলাদেশ জনপ্রশাসনে সম্প্রতি এ সংক্রান্ত আলোচনা ও চর্চা শুরু হয়েছে। সরকার ২০১২ সালে গভর্ন্যান্স ইনোভেশন ইউনিট প্রতিষ্ঠা করে। ই-গভর্ন্যান্স বিষয়ক প্রকল্প 'একসেস টু ইনফরমেশন প্রোগ্রাম' নাগরিক সেবায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহারের কার্যক্রমের অংশ হিসাবে নাগরিক সেবায় উদ্ভাবনের ধারণাটিকে জনপ্রিয় করে তোলে।

ইনোভেশন কেন প্রয়োজন?

১। মাঠ পর্যায়ের সম্ভাবনাময় উদ্ভাবনী উদ্যোগ ও উদ্ভাবককে চিহ্নিত করা।

২। সরকারের উদ্ভাবনী কার্যক্রম ও সেবাসমূহকে নাগরিকের কাছে পরিচিত করা।

৩। উদ্ভাবনী উদ্যোগের সুযোগ সৃষ্টি।

৪। মাঠ পর্যায়ের উদ্ভাবনী সমূহ সারা দেশে ছড়িয়ে দেওয়া।

আয়োজনে

বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, সিলেট

বিশেষ ভাজপত্র

বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, সিলেট

মুখবন্ধ

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ ২০৩০ অর্জন, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১ এবং বাংলাদেশকে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশের কাতারে পৌঁছে দিতে সরকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে বিভাগ, জেলা ও উপজেলা প্রশাসন কাজ করে যাচ্ছে। নাগরিক সেবায় উদ্ভাবনী ধারণা ও কার্যক্রম বর্তমানে ব্যাপক আলোচিত বিষয়। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়নের সংস্কৃতি শুরু হয়েছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনায় মন্ত্রণালয়সহ মাঠ পর্যায়ে ইনোভেশন টিম গঠন হওয়ায় নাগরিক সেবায় উদ্ভাবনী চর্চার বিষয়টি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেয়েছে। ইনোভেশন টিম উদ্ভাবন কার্যক্রমে অনুঘটকের ভূমিকা পালন করছে।

বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয় ইনোভেশন কর্মশালা/প্রশিক্ষণ/ পর্যালোচনা সভার মাধ্যমে উদ্ভাবন চর্চার ক্ষেত্রে জেলা-উপজেলার সরকারি কর্মকর্তাদের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করে সেবা প্রদান কাঠামোর ইতিবাচক পরিবর্তন নিয়ে আসছে। এই পরিবর্তনের পথ তৈরি করে দিয়েছে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই প্রোগ্রাম। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/ অধিদপ্তর/বিভাগ/সংস্থার উদ্ভাবনী উদ্যোগের ফলে সেবাগ্রহীতাগণ সরাসরি এর সুফল পাচ্ছে। আশা করা যাচ্ছে বাংলাদেশকে একটি উন্নত সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করার পরিকল্পনা বাস্তবায়নে উদ্ভাবনী ধারণাসমূহ অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হিসেবে বিবেচিত হবে।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এবং বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ের আয়োজনে ইনোভেশন শোকেসিং এ যথাযথ নির্দেশনা ও সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, জেলা প্রশাসন, সিলেট জেলা ক্রীড়া সংস্থা, বিভাগীয় ইনোভেশন টিমের সদস্যবৃন্দ, অংশগ্রহণকারী, উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণকারী কর্মকর্তাসহ সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

দেবজিৎ সিংহ
অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সার্বিক)
সিলেট।

বাণী

ড. মুহাম্মদ মোশাররফ হোসেন
বিভাগীয় কমিশনার,
সিলেট

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত "রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে একটি সুখী, সমৃদ্ধ এবং উন্নত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্য নিয়ে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। এ লক্ষ্যে জনপ্রশাসনের প্রতিটি স্তরে সহজে মানসম্মত সেবা নিশ্চিত করার নিমিত্ত সরকার একাধিক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এই উদ্যোগসমূহের অন্যতম হচ্ছে সরকারি কর্মকাণ্ডের প্রতিটি পর্যায়ে উদ্ভাবনী সংস্কৃতিকে উৎসাহিত করা।

জনগণের দোরগোড়ায় দ্রুত ও সহজে সেবা প্রদানে গৃহীত উদ্যোগসমূহকে জনসম্মুখে তুলে ধরার লক্ষ্য নিয়ে বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, সিলেট এর উদ্যোগে সিলেট জেলা স্টেডিয়াম সংলগ্ন মোহাম্মদ আলী জিমনেসিয়ামে ৭ ও ৮ জুন, ২০২২ দুই দিনব্যাপী বিভাগীয় পর্যায়ে "ইনোভেশন শোকেসিং ২০২২" আয়োজন করা হচ্ছে।

ইনোভেশন শোকেসিং ২০২২ এর লক্ষ্য হচ্ছে উদ্ভাবন ও উত্তম চর্চাগুলোকে একত্রিত করা এবং দৃষ্টান্তগুলোকে সারাদেশে ছড়িয়ে দেওয়া। আমি "ইনোভেশন শোকেসিং ২০২২"-এর সর্বাঙ্গীন সফলতা কামনা করছি।

ভূমি সেবার ডিজিটালাইজেশনঃ হাতের মুঠোয় ভূমি সেবা

স্বজল মোল্লা
সহকারী কমিশনার (রাজস্ব)
বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, সিলেট।

উদ্ভাবনী চিন্তা বা ইনোভেশন প্রতিটি কর্ম বা সেবা কে করে তোলে জনবান্ধব এবং জনকল্যাণকর। প্রথাগত কাজের ধরণে সামান্য পরিবর্তনে সেটা হয়ে ওঠে সহজলভ্য। আর এ লক্ষ্যেই ভূমি সেবাগুলো ডিজিটালাইজেশনের ছোয়ায় এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছে। অনেক গুলো পরিবর্তনের মধ্যে ই-মিউটেশন বা অনলাইন নামজারি, অনলাইন ভূমির খাজনা ব্যবস্থা, ই-পর্চা, ডিজিটাল ভূমি ব্যাংক। ভূমি সেবার এই ডিজিটালাইজেশনের ফলে সেবা প্রার্থীকে ভূমি অফিসে না গিয়ে ঘরে বসেই তারা সেবা পেতে পারছেন। যেমন ই-মিউটেশন পদ্ধতিতে একজন সেবাপ্রার্থী পৃথিবীর যেকোন প্রান্ত থেকে অনলাইনে আবেদন করে, অনলাইনে শুনানী, অনলাইনে

বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, সিলেট

ডিসিআর প্রদান এবং রেজিস্ট্রি ডাকযোগে মিউটেড খতিয়ান পেতে পারেন। সারা বাংলাদেশে এখন শতভাগ ই-মিউটেশন কার্যকর আছে। একইভাবে, বর্তমানে অনলাইন ভূমি হোল্ডিং ট্যাক্স ভূমি সেবাপ্রার্থীদের এখন আর ইউনিয়ন ভূমি অফিসে যেতে হয় না। সারা বাংলাদেশে প্রতিটি ইউনিয়ন ভূমি অফিস থেকে ম্যানুয়ালি হোল্ডিংগুলোকে অনলাইনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ব্যক্তি নিজ নিজ অনলাইন রেজিস্ট্রেশন প্রোফাইল ব্যবস্থাপনা করে নিজেই এখন ভূমি অফিসে না গিয়ে নিজের ভূমি উন্নয়ন কর দিতে পারছেন। এতে তার যেমন সময় সাশ্রয় হচ্ছে তেমনি ভাবে ভোগান্তি থাকছে না। ভূমি সেবাকে করেছে সহজলভ্য। ভূমি সেবার ডিজিটাল প্রবর্তনের অন্য এক সেবা হলো ই-পর্চা তথা ই-খতিয়ান। www.eporcha.gov.bd থেকে এস.এ, আর.এস ও মিউটেড খতিয়ান স্বল্প মূল্যে যেকোন খতিয়ানের কপি নিতে পারেন। অন্যদিকে ভূমি ডিজিটাল ব্যাংক পদ্ধতির ফলে সরকারি সকল সম্পত্তি বা সায়রাত মহাল এখন অনলাইনে চলে আসছে। ফলে জনগণ এখন থেকে অনলাইনেই সায়রাত মহাল সম্পর্কিত সেবা নিতে পারছেন। সার্বিকভাবে ভূমিসেবা নিতে জনগণকে যে ভোগান্তিতে পড়তে হত, ভূমিসেবার ডিজিটাল ছোয়ায় সেটা আর নেই। ডিজিটাল ইনোভেশনে জনগণ হাতের মুঠোয় ভূমি সেবা নিতে পারছে। এখন জনগণেরই স্লোগান "ভূমিসেবা ডিজিটাল, বদলে যাচ্ছে দিন কাল"।

ইনোভেশন শোকেসিং ২০২২ এ অংশগ্রহণকারী দপ্তরসমূহের তালিকা

* বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, সিলেট।
* উপ-মহাপুলিশ পরিদর্শক, সিলেট রেঞ্জ, সিলেট এর কার্যালয়।
* পুলিশ কমিশনার, এসএমপি, সিলেট এর কার্যালয়।
* স্বাস্থ্য পরিচালক এর কার্যালয়, সিলেট বিভাগ, সিলেট।
* বিভাগীয় পরিবার পরিকল্পনা অফিস, সিলেট।
* সিলেট সিটি কর্পোরেশন, সিলেট।
* বিভাগীয় সমাজসেবা অধিদপ্তর, সিলেট।
* বিভাগীয় উপপরিচালকের কার্যালয়, প্রাথমিক শিক্ষা, সিলেট।
* জেলা প্রশাসন, সুনামগঞ্জ।
* জেলা প্রশাসন, হবিগঞ্জ।
* জেলা প্রশাসন, মৌলভীবাজার ও তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর, মৌলভীবাজার।
* পরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, সিলেট।
* লিডিং ইউনিভার্সিটি, সিলেট।
* সিলেট পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, সিলেট।

বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, সিলেট